রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-সংস্কৃতি

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-সংস্কৃতি

আহমদ রফিক

অনিন্দ্য প্রকাশ

প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন ১৪২৭ অক্টোবর ২০২০

প্রকাশক
মোঃ আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩৮/৪, পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৭৯৬৪, ০১৯৭১৬৬৪৯৭০, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

বর্ণবিন্যাস
আদিত্য কম্পিউটার
১৪২, হৃষিকেশ দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯১৯৬৬৪৯৭০

বানান সমন্বয়ক
রফিক জীবন
মোবাইল : ০১৯১২-১৯৮০২৩

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রচ্ছদ : চারু পিন্টু

মুদ্রণ
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

মূল্য : ৩০০.০০ টাকা

Rabindranath Sahityo-Sangskriti by **Ahmad Rafique**
Published by Md. Afzal Hossain
Anindya Prokash
38/4, P. K. Roy Road, Banglabazar
Mannan Market (2nd Floor), Dhaka-1100
Phone : 47117964, 01971664970, 01711664970
e-mail : anindya.prokash@yahoo.com

First Published : October 2020

Price : 300.00
US $ 15

ISBN 978 984 95024 7 0

ঘরে বসে অনিন্দ্য প্রকাশ-এর বই কিনতে ভিজিট করুন
http://rokomari.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ১৬২৯৭
https://othoba.com ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১৩৮০০৮০০
http://boibazar.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১১২৬২০২০
http://bdshopay.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬২২৭৭৮৮৭৭

http://porua.com.bd/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৮৫৭৭৭৭৪৮৪
http://journeybybook.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে
০১৬৭৪৫৩৬৫৪৪

উৎসর্গ

অধ্যাপক, রবীন্দ্র-গবেষক
ভূঁইয়া ইকবাল
প্রীতিভাজনেষু

ভূমিকা

ভালোবেসে ছিলেন কবি রবীন্দ্রনাথ মানুষকে, প্রকৃতিকে, এক কথায় এই পৃথিবীকে। তাঁর এ উপলব্ধি যেমন পূর্বে ইউরোপ যাত্রায় হাঙ্গেরির বালাতন হ্রদের পাশে গাছের চারা লাগাতে গিয়ে, তেমনি পূর্ববঙ্গের শিলাইদহ, শাহজাদপুর ও পতিসর পরিক্রমায় ও জনজীবন নিরীক্ষণে।

আবার একইসঙ্গে বিশ্বপথিক রবীন্দ্রনাথ উপদ্রুত বিশ্বের অশান্তি লক্ষ করে মর্মাহত হয়েছেন। কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে পশ্চিমাবিশ্ব-সহ উগ্র জাতীয়তাবাদী চেতনার জাতিরাষ্ট্র তথা তার ভাষায় 'নেশন'-এর লোভলালসা ও আগ্রাসি মনোভাবকে দায়ী করেছেন। প্রথম মহাযুদ্ধের মানবমৃত্যু ও প্রবল ক্ষয়ক্ষতির প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন আপন অভিমত 'ন্যাশনালিজম' নামের বক্তৃতায় যা পুস্তকাকারে প্রকাশিত।

মূলত মানবতাবাদী এই কবি মানবধর্ম, মনুষ্যত্ব ও মানব হিতের পক্ষেও বক্তৃতা দিয়েছেন, যুক্তি-তথ্য দিয়ে লিখেছেন প্রবন্ধ। পরিবেশ-পরিস্থিতি তাঁকে দিয়ে লিখিয়েছে কবিতা, গান ছোটোগল্প ও উপন্যাস। বিশ্বসফরে গিয়ে কখনো নিজস্ব মতামত প্রকাশ করার প্রতিক্রিয়ায় বিতর্কিত হয়েছেন কিন্তু নিজস্ব মতাদর্শ বিসর্জন দেননি।

সন্ত্রাস ও হিংসার বিরোধী রবীন্দ্রনাথ, যেমন স্বদেশে তেমনি বিদেশে; এক কথায় বিশ্বপরিসরে। তাঁর সমাজভাবনা তাঁর রাষ্ট্রভাবনাকে অতিক্রম করে গেছে জনহিতের বিবেচনায়। আর সেইসূত্রে শিলাইদহে সূচিত গ্রামোন্নয়ন ও পলি-পুনর্গঠনের কর্মসূচি পূর্ণমাত্রায় বাস্তবায়নের চেষ্টা করেছেন কালীগ্রাম পরগনায় পতিসরকে কেন্দ্র করে। পতিসর হয়ে ওঠে তাঁর কর্মের আপন ভুবন যা পরে স্থানান্তরিত হয় বীরভূমের শ্রীনিকেতনে।

দুই

মনোযোগী বিচারে রবীন্দ্রনাথ একাধারে কবি, কথাশিল্পী, গীতিকার ও সমাজ-সচেতনকর্মী। এ দুই ধারায়, তাঁর আত্মপ্রকাশ সূচিত, যৌবনে পদ্মাতীরবর্তী শিলাইদহ থেকে দুর্গম পতিসরে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে যেমন স্বনির্ভর গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনায় তেমনি কৃষকদের ক্ষুদ্রঋণ সহায়তার উদ্দেশ্যে 'কালীগ্রাম কৃষি ব্যাংক' স্থাপনে (১৯০৫)।

ভক্তিবাদ ও মরমি চেতনায় সিক্ত কবি মানবিক সৃজনশীলতার কারণে পেয়েছেন বিশ্বসম্মান সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার। আবার এই ভক্তিবাদী কবি জীবনের শেষ দশকে সমাজ প্রগতিতে বিশ্বাস নিয়ে লিখেছেন কবিতা, গান, নাটক ও প্রবন্ধ সাম্প্রদায়িক বিভেদমুক্ত সমাজ গড়ার তাত্ত্বিক স্বপ্ন নিয়ে। এদিক থেকে তিনি বিপরীত স্রোতের যাত্রী। কারণ প্রায়ই দেখা যায় যৌবনে বিদ্রোহী কবি, লেখক জীবনসায়াহ্নে ধর্মীয় তাত্ত্বিকতার অনুসারী।

তাঁর মৃত্যুর দীর্ঘ কয়েক দশক পর দেখা গেছে বাংলাদেশের সমাজ-সচেতন, মননশীল সমাজ বিচ্ছিন্নভাবে রবীন্দ্রজীবন ও সৃষ্টির ইতিবাচক দিকগুলো নিয়ে পর্যালোচনায় আগ্রহী। রবীন্দ্রনাথের সার্ধশতজন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে তা পরিস্ফুট।

রবীন্দ্রজীবন ও সৃষ্টির উলি-খিত দিকগুলো নিয়ে নানাচারিত্র্য ভাষ্যে রচিত কয়েকটি নিবন্ধের সংকলন 'রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-সংস্কৃতি'। সংকলনটি মুদ্রণের দায়ভার নিয়েছে অনিন্দ্য প্রকাশ। নিবন্ধগুলো ইতঃপূর্বে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে সময়ের দীর্ঘ পরিসরে। এবার তাদের গ্রন্থবদ্ধ করা হলো। আমার রবীন্দ্ররচনার প্রধান কান্ডারি (প্রকাশক) মো. আফজাল হোসেনকে অশেষ ধন্যবাদ।

আহমদ রফিক

সূচিপত্র

পদ্মা-বাংলায় ভিন্নমাত্রিক উপলব্ধি ও সৃষ্টিকর্মে রবীন্দ্রনাথ ১১
বিশ্বশান্তি ও মানবিক বিশ্বের পক্ষে রবীন্দ্রনাথ ২৮
গীতাঞ্জলি, নোবেল পুরস্কার ও রবীন্দ্রনাথ ৩৮
রবীন্দ্রনাথ, নোবেল পুরস্কার ও ঈর্ষাবিদ্ধ পাশ্চাত্য সুধীসমাজ ৪৯
সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে, শান্তির সপক্ষে লড়াইয়ে রবীন্দ্রনাথ ৫৪
লড়াইটা চালিয়ে যেতে হবে ৬০
মানবধর্ম ও মানবহিতে বিশ্বাসী রবীন্দ্রনাথ ৬৪
শেষ দশকের প্রগতিবাদী কবি রবীন্দ্রনাথ ৭৭
চীন সফরে 'বিতর্কিত অতিথি' রবীন্দ্রনাথ ৮৯
চৈতন্যের দুই বিপরীত স্রোতে রবীন্দ্রনাথ ৯৫
রবীন্দ্রভাবনায় ইউরোপ বনাম এশিয়া ১০০
আধিপত্যবাদী বিশ্বে প্রতিবাদী রবীন্দ্রনাথ ১০৭
বাংলাদেশের সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার ১১৬
বাংলাদেশে রবীন্দ্রচর্চা নিয়ে কিছু কথা ১২৩
ভালোবাসা ও অনুরাগের বিচিত্র ভুবনে রবীন্দ্রনাথ ১২৯
রবীন্দ্রনাথের স্বল্পস্থায়ী দাম্পত্যজীবন ১৪৫
রবীন্দ্রনাথ এখনো আমজনতার নন— দায়টা কার? ১৫৯
শ্রেণি দৃষ্টিকোণ থেকে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সাহিত্যবিচার ১৬৫

পদ্মা-বাংলায় ভিন্নমাত্রিক উপলব্ধি ও সৃষ্টিকর্মে রবীন্দ্রনাথ

নাগরিক কবি রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের গ্রামীণ পরিবেশে বেশ কিছু সময় কাটিয়েছিলেন, অবশ্য আসা-যাওয়ার মধ্য দিয়ে। অর্জন করেছিলেন গ্রামীণ জীবন ও সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অভিজ্ঞতা। অভিভূত রবীন্দ্রনাথ যেমন প্রকৃতির বিচিত্র রূপ সুষমা দেখে, তেমিন বিচলিত গ্রামীণ জীবনের দারিদ্র্য দুর্দশা দেখে। ইতঃপূর্বে তার কলকাতা জীবন কবিকে সে সুযোগ দেয়নি।

শুর" হলো রবীন্দ্রজীবনের এক নয়া অধ্যায়। এই জীবনখাতার প্রতিটি পাতা অভিজ্ঞতার বিচারে বিচিত্র। 'ছিন্নপত্রাবলী' ও বিভিন্নজনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে সেসবের খ"চিত্র বা মন্তব্য ধরা রয়েছে। এক্ষেত্রে বাদ যায় না বিদেশের সুহৃদবর্গ। গ্রামবাংলায় রবীন্দ্রনাথের অভিযাত্রা শুধু তাঁর রোমান্টিক স্বেচ্ছাভিসারই ছিল না। রীতিমতো কঠিন কাজের দায়িত্ব নিয়ে এসব স্থানে আসা, মূলত শিলাইদহ, শাহজাদপুর ও পতিসরে। পিতার নির্দেশে জমিদারি দেখাশোনার দায়িত্ব নিয়ে।

এই যাত্রায় প্রথম লক্ষ্য পদ্মাতীরবর্তী শিলাইদহে আসা ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে, বঙ্গাব্দের হিসেবে অঘ্রান মাসে। শহুরে আবহাওয়া যেমনই হোক সেকালের গ্রামবাংলায় অঘ্রান মানে শীত। একই উদ্দেশ্যে এরপর শাহজাদপুর আসেন ১৮৯০ সালের জানুয়ারিতে এবং কালীগ্রাম পরগনার সদর কাচারি পতিসরে আসেন একই সময়ে ১৮৯১ সনে। ইতোমধ্যে সংক্ষিপ্ত সফরে বিলেত ঘুরে এসেছেন তিনি।

এই তিন জমিদারির সদর কাচারিতে রয়েছে সুদর্শন কুঠিবাড়ি, যথাক্রমে শিলাইদহ, শাহজাদপুর ও পতিসরে। তবে রবীন্দ্রনাথ যতটা

সময় কুঠিবাড়িতে থেকেছেন তার চেয়ে অনেক বেশি সময় কাটিয়েছেন পারিবারিক বোটে, বিশেষ করে 'পদ্মা' বোটে (তাঁর প্রিয় বোট)। চলাফেরা করেছেন জলপথে বোটে করে।

তাঁর জলযাত্রা প্রিয়তা নিয়ে কারো ধারণা রবীন্দ্রনাথ মিন রাশির জাতক বলে হয়তো জলের প্রতি তার এত আকর্ষণ (প্রমথনাথ বিশী)। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য মেয়েদের জলের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ নিয়ে কিছু সরস মন্তব্য করেছেন ছিন্নপত্রাবলীতে, যা এক ভিন্ন প্রসঙ্গ। নদীমাতৃক গ্রামবাংলাও, সন্দেহ নেই, রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে আকর্ষণ করেছিল। তার কিছুটা প্রমাণ দেখা যায় 'ছিন্নপত্রাবলী'তে তাঁর বয়ানে।

পদ্মা-যমুনা-ইছামতি-আত্রাই-গড়াই বা নাগর নদী নিয়ে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের নানামাত্রিক মন্তব্য। রয়েছে আকাশ, মাটি, গাছপালা ও বিচিত্র রং শস্যখেত নিয়ে কবির মুগ্ধতার প্রকাশ। তবে পদ্মা তাঁর প্রিয়সঙ্গিনী। তাকে নিয়ে সরস মন্তব্যই নয়, লিখেছেন কবিতাও। এমনকি যখন তিনি রাঢ় অঞ্চলের বীরভূম তথা বোলপুর শান্তিনিকেতনেই প্রায় স্থায়ী আবাস গড়ে তুলেছেন, তখন সেখানকার শীর্ণ জলধারার 'কোপাই' নদীকে নিয়ে লেখা কবিতায় পদ্মাকে দেখেছেন 'মনে মনে'।

দুই

কথাটা সবাই স্বীকার করেন যে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজীবনে, বিশেষ করে তার কাব্যসৃষ্টিতে ও গল্পরচনায় এই নদীমাতৃক গ্রামবাংলার রয়েছে অবিশ্বাস্য গুণগত বাঁকফেরা প্রভাব। এর মধ্যমণি পদ্মা-শিলাইদহ। সাহিত্যিক-গবেষক পূর্বোক্ত বিশী মশাই-এর মতে, 'কলকাতার নাগরিক সন্তানকে মহাকবির পদবি দান করল বাংলাদেশের জনপদ আর পলি আর নদনদী শস্যক্ষেত্র নির্ণয়ের ঋতুভেদে বিচিত্র দৃশ্যাবলি।'

এ কবির উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতার প্রতিফলন অবশ্য দুই বিপরীত চরিত্রে— সৌন্দর্য আস্বাদনের রোমান্টিক ভাববাদে এবং জীবনবাদী বাস্তবতায়।। কবির উপলব্ধি তাই কর্মীর গ্রামোন্নয়ন তৎপরতায় ভিন্ন এক ধারা সৃষ্টি করেছিল। জমিদার কবি হয়ে ওঠেন পূজাবান্ধব

উন্নয়নকর্মী। সেসব ভিন্ন প্রসঙ্গ। কিন্তু তা রবীন্দ্রজীবনে ভিন্ন এক তাৎপর্যময় অধ্যায় সৃষ্টি করে।

কেউ যদি দাবি করেন যে শুধু গল্প ও কাব্য সৃষ্টির পর্বান্তর যাত্রাই নয়, তাঁর 'স্বদেশি সমাজ' গঠনের ভিন্নমাত্রিক ভাবনার মূলেও রয়েছে তাঁর এই তিনজন পদভিত্তিক গ্রামীণ সমাজদর্শনের অভিজ্ঞতা, তাহলে সে দাবি এক কথায় উড়িয়ে দেওয়া বোধহয় কিছুটা কঠিনই হবে। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কিছু লেখা (যেমন— 'সোনার তরী'র ভূমিকা) আমাদের বক্তব্যের প্রতি সমর্থন জোগাবে। 'মানসী' কবিতাবলির সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে রবীন্দ্রনাথ পূর্বোক্ত ভূমিকা তথ্য 'সূচনা'য় লিখেছেন :

'কিন্তু সোনার তরীর লেখা আর-এক পরিপ্রেক্ষিতে। বাংলাদেশের নদীতে নদীতে গ্রামে গ্রামে তখন ঘুরে বেড়াচ্ছি, এর নূতনত্ব চলন্ত বৈচিত্র্যের নূতনত্ব।... বাংলাদেশকে তো বলতে পারিনে বেগানা দেশ; তার ভাষা চিনি, তার সুর চিনি।... সেই নিরন্তর জানাশোনার অভ্যর্থনা পাচ্ছিলুম অন্তঃকরণে, যে উদ্‌বোধন এনেছিল তা স্পষ্ট ছোটোগল্পের নিরন্তর ধারায়। সে ধারা আজও থামত না যদি সেই উৎসের তারে থেকে যেতুম। যদি না টেনে আনত বীরভূমের শুষ্ক প্রান্তরের কৃচ্ছ্রসাধনের ক্ষেত্রে।'

রবীন্দ্রসাহিত্য সৃষ্টির মনোযোগী পাঠক, গবেষকমাত্রেই জানেন আধুনিক বাংলা ছোটোগল্পের প্রথম রূপকার রবীন্দ্রনাথের জীবনভিত্তিক, মাটি-মানুষ-প্রকৃতিভিত্তিক ছোটোগল্পের সূতিকাগার পদ্মা-শিলাইদহ-শাহজাদপুর বিশেষ করে শাহজাদপুর হয়ে উঠেছিল তাঁর 'গল্পের ভুবন' যেমন তাঁর কাব্যের জন্য ভুবন শিলাইদহ (সোনার তরী পর্ব থেকে)।

এখানে এসে রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন এক প্রকৃতিকে দেখেছেন ও চিনেছেন; পরিচয় হয়েছে ঘুঘুডাকা ছায়া ভরা গ্রামের সঙ্গে, তার দুঃস্থ জীবনযাত্রার শরিক মানুষগুলোর সঙ্গে। তার পদ্মাপর্বের গল্পগুলোর নতুনত্ব, অসাধারণত্ব প্রমাণ দেয় ভিন্ন এক গল্পকার রবীন্দ্রনাথের। সাধারণ মানুষের সুখদুঃখ, আনন্দ-বেদনার প্রকাশ ঘটেছে ওইসব গল্পে, কখনো জীবনযাত্রার বাস্তব সত্য।

বাংলা ছোটোগল্পের জীবনভিত্তিক এই আধুনিক ধারাটির স্রষ্টা যদিও রবীন্দ্রনাথ, এর প্রেক্ষাপট ও প্রেরণা মূলত শিলাইদহ-শাহজাদপুরের জীবন-জনপদ ও প্রকৃতি। রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধির

ভাষায় বলা যায় :

'অহরহ সুখদুঃখের বাণী নিয়ে মানুষের জীবনধারার বিচিত্র কলরব এসে পৌঁছাচ্ছিল আমার হৃদয়ে। মানুষের পরিচয় খুব কাছে এসে আমার মনকে জাগিয়ে রেখেছিল। তাদের জন্য চিন্তা করেছি, কাজ করেছি, বক্তব্যের নানা সংকল্প বেঁধে তুলেছি, সেই সংকল্পের সূত্র আজও বিচ্ছিন্ন হয়নি আমার চিন্তায়।'

দুই পৃষ্ঠার ছোট্ট লেখাটিতে রবীন্দ্রনাথ অনেক কথা বলেছেন তাঁর জীবন ও সাহিত্যকর্মের নতুন অধ্যায় নিয়ে। বলেছেন তাঁর গ্রামীণ জনবান্ধব কর্মসূচির কথাও। 'মানুষ' এ শব্দটি তাঁর চেতনায় জাদুকরী প্রভাব রেখেছি। তাই এ রচনাটিতে লিখতে পেরেছেন এমন কথা :

'সেই মানুষের সংস্পর্শেই সাহিত্যের পথ এবং কর্মের পথ পাশাপাশি প্রসারিত হতে আরম্ভ হল আমার জীবনে।'

তার বুদ্ধি কল্পনা ও ইচ্ছাকে উন্মুখ করে তুলেছিল 'বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবলোকের মধ্যে নিত্য সচল অভিজ্ঞতার প্রবর্তনা'।

তিন

আগেই বলেছি বাংলাদেশের জীবন-জনপদ ও প্রকৃতি নাগরিক কবি রবীন্দ্রনাথকে সাহিত্যশিল্পের ভিন্ন এক সৃষ্টিকর্মে উদ্‌বুদ্ধ করেছিল তাঁর কর্মের পাশাপাশি। এর প্রকাশ যেমন গান, কবিতা ও ছোটোগল্পের অভিনবত্বে, তেমনি অংশত উপন্যাসের জীবনধর্মী বৈশিষ্ট্যে। তাঁর শিল্পীচেতনা ও ব্যক্তিচেতনায় শিলাইদহের পদ্মাপ্রকৃতির প্রভাব সর্বাধিক।

তাঁর লেখাতেই এমন বক্তব্য পরিস্ফুট যে পদ্মার সজল পরিবেশ তাঁর অসুস্থতায় ঔষধির প্রভাব রেখেছে, দুর্বল শরীর সুস্থ হয়ে উঠেছে। শিলাইদহ হয়ে উঠেছে তাঁর দ্বিতীয় বাসস্থান, গুরুত্বপূর্ণ বাসস্থান। শিলাইদহে এসে প্রথম দর্শনেই অভিভূত রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

'পৃথিবী যে বাস্তবিক কী আশ্চর্য সুন্দরী তা কলকাতায় থাকলে ভুলে যেতে হয়' (ছিন্নপত্রাবলী, পত্রসংখ্যা ৪)।

বহু উদ্ধৃত বাক্যগুলোকে আর না টেনে পতিসরে পৌঁছালে দেখা যায় কবির উপলব্ধি একইরকম মুগ্ধতার। ছিন্নপত্রের ভাষায় বলা চলে

:

ঐ যে মস্ত পৃথিবীটা চুপ করে পড়ে রয়েছে ওটাকে এমন ভালোবাসি— ওর এই গাছপালা নদী মাঠ কোলাহল নিস্তব্ধতা প্রভাত সন্ধ্যা সমস্তটা-সুদ্ধ দুহাতে আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছা করে।'

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বন্দনায়ই শেষ হয়নি তাঁর কথকতা। প্রকৃতির পাশাপাশি মুহূর্তেই চলে এসেছে মানুষ, বিশেষ করে অসহায়, দরিদ্র মানুষের কথা। প্রকাশ করেছেন দরিদ্র মায়ের ঘর-এর প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা। স্বর্গের উপর আড়ি, করে 'অসহায়, অসমর্থ, অসম্পূর্ণ ভালোবাসার' ধনগুলোর পাশে দাঁড়ানোর প্রত্যয় প্রকাশ করেছেন এইসব চিঠিতে (পত্রসংখ্যা ১৩)।

শাহজাদপুরের দুপুরবেলা যেমন রবীন্দ্রনাথের জন্য তাঁর গল্পের দুপুরবেলা, শিলাইদহে বসে সে অনুভূতিটা ভিন্ন কিছু নয়। শিলাইদহের প্রকৃত পরিবেশে পৃথিবীটা তাঁর সামনে যেন সজীব সত্তা নিয়ে উপস্থিত হয়— চলে চিত্তবিনিময়। দুপুরবেলার নদী, বালুচর ইত্যাদি নিয়ে এঁকে তোলেন শব্দের দৃশ্যচিত্র। সবকিছুই লেখার প্রেরণা জোগায়। এমন কথাই লিখেছে ১৮ সংখ্যক পত্রে :

'জলের শব্দ, দুপুর বেলাকার নিস্তব্ধতার ঝাঁ-ঝাঁ, এবং ঝাউঝোপ থেকে দুটো-একটা পাখির চিকচিক শব্দ, সবসুদ্ধ মিলে খুব একটা স্বপ্নময় ভাব।... খুব লিখে যেতে ইচ্ছে করছে।'

বর্ণময়, রূপময় গ্রামীণ প্রকৃতির মধ্যে তার মগ্নচৈতন্য চিঠিতে একের পর এক সকাল, দুপুর, বিকেল, সন্ধ্যা এবং জ্যোৎস্না রাতের যেসব ছবি এঁকেছে, ঈষৎ মনোযোগ দিয়ে রবীন্দ্রনাথের পদ্মাপর্বের ছোটোগল্পগুলো পড়লে সেইসব ছবির আভাস চোখে পড়বে। সুভা, শান্তি, অতিথির মতো বেশ কিছুসংখ্যক গল্পে তেমন প্রমাণ মিলবে। দেখা যাবে প্রকৃতির সঙ্গে কী গভীর একাত্মতা। মানুষ প্রকৃতি মিলে একাকার।

কবিতায়ও অনেকটা একইরকম। আকাশ নদী মাটি বালুচর আর গাছগাছালি, এমনকি মানুষ ও বোবা প্রাণী মিলে কী অপরিসীম সখ্য! চৈতালিক এমন উদাহরণ মিলবে। আর সোনার তরী? সেখানে আকাশ নদী মেঘ বৃষ্টি, ধানখেত, ধানকাটা ও নৌকো বোঝাই করে তা ঘাটে আনার মতো আমাদের বহুচেনা দৃশ্য চিত্রের দেখা মিলবে। যদিও সেসব ভিন্ন দার্শনিক ব্যাখ্যায় সমর্পিত।

ঋতুপরিক্রমায় বর্ষা, শরৎ, শীত, বসন্ত, এমনকি গ্রীষ্মেরও তপ্ত দাবদাহের ছবি ফুটে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের কবিতায়, গানে, ছোটোগল্পে। গানে অনুভূতির গভীরতা অনেক বেশি এবং বহুমাত্রিক। ঝুম বৃষ্টির স্তব্ধতায় ও একাকিত্বে কী জানি পরান কী যে চায় যে রোমান্টিকতার প্রকাশ ঘটায়, তা কোন বাঙালির অনুভূতিকে না তুলে ধরবে?

চার

মেঘ বৃষ্টি ঝড় জল, রোদ আলো আর জ্যোৎস্না রাতে নিস্তব্ধ পরিবেশের অভিজ্ঞতা অন্তরে বহন করে রবীন্দ্রনাথের মনে মাঝেমধ্যে দার্শনিক চিন্তার উদ্ভাস ঘটেছে। সহজ সারল্যকে জীবনের পরমধন্য বলে মনে হয়েছে। তখন নিজের 'ভদ্রলোক' সত্তার প্রতি, নাগরিক জীবনের অন্তঃসারশূন্যতার প্রতি বিরূপতা জন্ম নিয়েছে। আর যে অনুভূতি খোলামেলা প্রকাশ করেছেন যেমন চিঠিতে, তেমনি এখনো কবিতায়।

শিলাইদহ-শাহজাদপুর-পতিসরের গ্রামীণ প্রকৃতি এবং জনপদজীবন এভাবে রবীন্দ্রনাথের কবিতা বা গল্পের বিষয়বস্তুই হয়ে ওঠেনি, ওদের চারিত্র্যবৈশিষ্ট্যেও প্রভাব রেখেছে। সহজ স্বচ্ছন্দ সরল আটপৌরে জীবন অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে। শহুরে জীবনযাত্রা তখন বড়ো কৃত্রিম ও গতানুগতিক, ক্লান্ত একঘেয়েমিতে পূর্ণ।

শিলাইদহের জীবন রবীন্দ্রনাথের চেতনায় এমন অনুভূতি ও উপলব্ধির প্রকাশ ঘটিয়েছে যে 'নদীর উপরে কিম্বা পাড়াগাঁতে কোনো খোলা জায়গায়... সহজভাবে আপনার জীবনের প্রাত্যহিক কাজ করে যাওয়ার চেয়ে সুন্দর এবং মহৎ আর কিছু হতে পারে না' (পত্রসংখ্যা ৫৬)। এ যেন এক ধরনের সহজিয়া ও মরমি দার্শনিক চিন্তার প্রকাশ। শিলাইদহের বাউলগান কি এমন ভাবনায় প্রভাব রেখেছে?

প্রায় একই ধরনের ভাবনার প্রকাশ শাহজাদপুর থেকে ২৮শে জুন ১৮৯২ সনে (পত্রসংখ্যা ৬১) লেখা একটি চিঠিতে :

'বড়ো বড়ো দুরাশার মোহে জীবনের ছোটো ছোটো আনন্দগুলিকে

উপেক্ষা করে আমাদের জীবনকে কী উপবাসী করে রাখি।'

কিন্তু শিলাইদহ-শাহজাদপুর-পতিসরে রবীন্দ্রনাথকে তার আসা-যাওয়ার পথে সাময়িক বসবাসেও অনেক উপভোগ্য উপকরণ জুগিয়েছে। সে উপকরণ মূলত তার চৈতন্যের স্বাদুভোজ। তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিকর্মের প্রভূত প্রেরণা। তাই দীর্ঘ উড়িষ্যা সফরশেষে কলকাতা হয়ে শিলাইদহে এসে (দোসরা মে, ১৯৯৩) যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

'এখন আমি বোটে। এই যেন আমার বাড়ি... বাস্তবিক পদ্মাকে আমি বড়ো ভালবাসি, ইত্যাদি।'

এ লেখায় কবি পদ্মাকে তাঁর বর্ণনায় আকর্ষণীয় নারীসত্তায় পরিণত করেছেন। প্রসঙ্গত সরলপ্রাণ প্রজাদের কথা উলে-খ করেছেন। এমনকি এক সময় এমন মন্তব্যও করতে পেরেছেন : 'কোথায় প্যারিসের, আর্টিস্ট সম্প্রদায়ের উদ্দাম উন্মত্ততা আর কোথায় আমার কালীগ্রামের সরল চাষিপ্রজাদের দুঃখদৈন্য নিবেদন!... এদের অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং এদের অসহ্য কষ্ট...। বাস্তবিক এরা যেন আমার একটি দেশজোড়া বৃক্ষ পরিবারের লোক।'

শিলাইদহ যেমন রবীন্দ্রনাথকে অনেক স্বস্তি, অনেক শান্তি, অনেক ভালোবাসা উপহার দিয়েছে, তেমনি দিয়েছে কালীগ্রাম পরগনার পতিসর। রবীন্দ্রনাথও এদের আপন করে নিয়েছিলেন তার হৃদয়ের অকৃত্রিম দাক্ষিণ্যে। এইসব অঞ্চলের রূপময়ী প্রকৃতির দানে ঋদ্ধ হয়েছে তাঁর নান্দনিক চৈতন্য, ফুলে ফলে ভরে উঠেছে তাঁর শৈল্পিক সৃষ্টির ডালি। দান-প্রতিদানে এক পরিপূর্ণ প্রকাশ।

পাঁচ

নগরবাসী রবীন্দ্রনাথ উলি-খিত গ্রামাঞ্চলে এসে সবচেয়ে— শুনে এতটা প্রভাবিত হয়েছিলেন যে নাগরিক কবির রোমান্টিক ভালোবাসা ও শরীরী প্রেম ভিন্নমাত্রায় একাধিক অনুভূতি ও উপলব্ধির শৈল্পিক ও দার্শনিক প্রকাশ ঘটিয়েছিল তাঁর উদার, প্রশস্ত চেতনায়। ইতঃপূর্বে তাঁর জীবনবাদী ও ভাববাদী ভাবনার কথা উলে-খ করা হয়েছে। কিন্তু বোঝা দরকার এসবের চারিত্র্যবৈশিষ্ট্য।

রবীন্দ্রজীবনীকার আশ্রমবাসী প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে

একটি গুর"ত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন : 'একদিকে কঠোর যুক্তিবাদ— অপরদিকে ভক্তিবাদ; এই দুইয়ের দ্বন্দ্বই মানুষকে ভাবুক ও চিন্তাশীলরূপে সৃষ্টি করিয়াছে।' এ কথার তাৎপর্য যদি রবীন্দ্রনাথকে লক্ষ্য করে প্রসারিত, করা হয়ে থাকে তাহলে বলতে হয় গ্রামবাংলা থেকে আহরিত দুই বিপরীতধর্মী উপলব্ধি রবীন্দ্রজীবনে দ্বন্দ্ব নয়, এক মিশ্ররূপের প্রকাশ ঘটিয়েছে।

এর একদিকে ভাববাদ যা এক পর্যায়ে (গীতাঞ্জলি পর্বে, শিলাইদহে) গীতাঞ্জলি গীতিমাল্য গীতালির ভক্তিবাদে সমর্পিত, এবং তা মানুষ-ঈশ্বর-প্রকৃতিকে নিয়ে গড়া ত্রিভুজে, এবং সেইসঙ্গে বাউল সাধনার মানবিক মরমিয়া